

হুটুটু

ডারউইন দিবসের আঘাড়ে গল্প।

প্রাচীন কালে হোরাডো নামের এক দেশ ছিল। সেই দেশে এক লোক ছিল। লোকটা অত্যন্ত কৌতহলী ছিল। কৌতুহলের বশে জানার জন্য প্রায়ই সে অদ্ভুত কাণ্ড করত। একদিন সে ভাবল, চোখে পট্টি বেঁধে উদ্দেশ্যহীন হাঁটলে শেষে গিয়ে কি ঘটবে? এই ভেবে সে চোখে পট্টি বেঁধে উদ্দেশ্যহীন হাঁটা শুরু করল। তিরিশ বছর ক্রমাগত হাঁটার পর সে পনেরো হাজার মাইল দূরে এক গ্রামে পৌঁছল। সে গ্রামের নাম ছিল হুটুটু।

হুটুটু গ্রামের পুরাত্ন মন্দির থেকে মহা উৎসাহে এ ঘটনার মাহাত্ম্য জনগণের মধ্যে প্রচার শুরু করল। কত অচিন্ত্যনীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বলে হোরাডো থেকে একজন তিরিশ বছর ক্রমাগত হেঁটে পৃথিবীর অন্য কোথাও না পৌঁছে একেবারে সঠিকভাবে হুটুটু-তেই পৌঁছতে পারে, তাই নিয়ে লোকজন অভিভূত হয়ে ভক্তিতে নুয়ে পড়ল। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার ভার পুরাত্নের ওপর পড়ল। ফলে পুরাত্নের সম্মান বেড়ে গেল ও জনগণের ওপরে তার নিয়ন্ত্রন বেড়ে গেল।

এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি স্কুল-কলেজে পড়ানো শুরু হল এবং মানুষের মনযোগ অন্যান্য সমস্যা-সমাধানের দিক থেকে সরে এল। গ্রামের উন্নয়ন খাতের টাকা সরিয়ে এনে বিরাট দালান বানিয়ে এর ওপরে বিস্তর গবেষণা শুরু হল। সেই দালানের সম্পত্তি-কর, পানি-বিজলীর কর ইত্যাদি মওকুফ করে প্রচুর আসবাব ও যন্ত্রপাতি কিনে দেয়া হল। এতে গ্রামের সবাই খুব খুশী হল। বিশেষজ্ঞরা এ গবেষণায় প্রচুর সময় দিতে লাগল। ফলে গ্রামের ফসলের সার উৎপাদন, হাসপাতালের ওষুধপত্র কেনা, রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজ বানানো ইত্যাদি বন্ধ হল বা ব্যাহত হল।

সেই গ্রামে এক বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। কিছুদিন পরে ছেলেটা সবাইকে বলা শুরু করল যে এর পর কেউ চোখ বেঁধে হোরাডো গ্রাম থেকে একশ' কোটি বার রওনা হলেও আর কখনোই হুটুটু-তে পৌঁছাবে না।

গ্রামের পুরাত্ন তখন সেই ছেলেটার কান ধরে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিল।

ফতেমোল্লা

২৫শে ফেব্রুয়ারী ৩৬ মুক্তিসন।